India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

গুরুদেবের সফর

২২ থেকে ২৭ জুন ২০১১–গুরুদেবের মালয়েশিয়া সফর

২২ জুন বিকালে সিঙ্গাপুর থেকে গুরুদেব মালয়েশিয়া পৌঁছান। বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা ক্লাঙ এ নতুন মালয়েশিয়ান আশ্রমের উদ্বোধন করার জন্য চলে যান। সেখানে পৌঁছানো মাত্র তিনি খুব উৎফুল্ল ছিলেন। উপস্থিত ২০০ অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সেই রাতে তিনি আশ্রমে থাকেন এবং পরদিন প্রিমিয়ার হোটেলে অয়োজিত আলোচনা সমাবেশে যোগ দেন। শত শারীরিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি আলোচনা সমাবেশের স্থানে ঐ হোটেলে সারাদিন থাকেন।

২৩ জুনের সান্ধ্য সৎসঙ্গ বিকাল পাঁচটায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও গুরুদেব অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ও সমাবেশ কক্ষের তদারকির জন্য বিকাল ৪–১৫ মিনিটে সেখানে পৌঁছান। সকাল সন্ধ্যা দুবেলার সৎসঙ্গ তিনি পরিচালনা করেন। লিফ্‌ট থেকে হলের দিকে যাবার সময় উপস্থিত সব শিশুদের তিনি প্রেমসিক্ত স্বাগত জানান। আলোচনাচক্রে বক্তৃতা, মিটিং ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সমাবেশের মূল মন্ত্র ছিল, 'এক হৃদয় ও এক মানব সমাজ'। বিভিন্ন বক্তারা যেমন ভ্রাঃ কৃষ্ণা, ভ্রাঃ সন্তোষ খানজি, ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল, ভ্রাঃ কামবিজ ও ভ্রাঃ সংবীর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর আলোকপাত করেন। সমাবেশে গুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

২৬ জুন মালয়েশিয়ান আশ্রমে রবিবার সকালে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ঐ দিন সব মালয়েশিয়ান অভ্যাসীদের ব্যক্তিগত সিটিং দেওয়া হয়। পরদিন সকালে গুরুদেব চেন্নাই রওনা হয়ে যান।

গুরুদেবের এই সফরকালীন আলাপচারিতার কিছু মূল্যবান কথা তুলে ধরা হল।

- গুরুদেব বলেন তিনি সবসময় খুশী কারণ তাঁর কোনো সন্দেহ ও বাসনা নেই– যে দুটো বিষয় মানুষকে দুখী করে তোলে।
- একজন অভ্যাসী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে যে, লোকজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর কখন সুবিধা হবে, উত্তরে গুরুদেব বলেন 'আমি সবসময় হাজির'।
- বাবুজী মহারাজ বলেন যে, প্রেম কি তা মানুষ জানে না। প্রেম হল সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে ব্যাপার। সৃষ্টির অধীনে যা রয়েছে তা হল স্নেহ ও পারস্পরিক নির্ভরতা যাকে ভুল করে আমরা প্রেম বলে থাকি।
- বেদনা ব্যতীত কেউ প্রেম করতে পারে না। প্রেম মানেই হল ব্যথা। যেখানে বেদনা নেই সেখানে প্রেম নেই।
- স্বর্গসুখ এমন এক বিষয় যা এই বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত নয়, এ এক অবস্থা। আনন্দ কোনো অবস্থা নয় বরং এক অভিজ্ঞতা বা তৃপ্তি মাত্র। প্রেম হল ব্যক্তি ও স্রষ্টার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের একটি গুণ; যেমন মা ও ছেলের মধ্যে প্রেম।

চেন্নাই– ২৭ জুন থেকে ২০ জুলাই ২০১১

চেন্নাই বিমানবন্দরে বিপুল সংখ্যক অভ্যাসী গুরুদেবকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে গুরুদেব সোজা মানাপাক্কাম আশ্রমে চলে যান। কটেজে পৌঁছে তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছিল আমি প্লাগের মধ্যে ছিলাম আর এখন আমি রিচার্জড হয়ে গেলাম'।

১ জুলাই এর আগের কথা, যেদিন গুরুদেবের কিছু বিবাহ সম্পন্ন করার কথা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কোনো বিবাহ সম্পন্ন করার কথা আছে কি'? তাঁকে বলা হয় না আজ নয় আগামী শুক্রবার। গুরুদেব বলেন, 'ধ্যানকক্ষে ধ্যান আমরা ধ্যান করেছি অনেকদিন হয়ে গেল, তাই নয় কি ? তিনি আবার সৎসঙ্গ করানোর অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ ছিল তাঁর হঠাৎ নেওয়া এক সিধান্ত। তিনি চট্জলদি সকালের সব কাজ শেষ করেন। এমনকি দুজন প্রশিক্ষকও তৈরী করেন, ই–মেইল চেক করেন ও প্রাতঃরাশ শেষ করে সৎসঙ্গের জন্য প্রস্তুত হন। গুরুদেবকে তাঁর শোবার ঘর থেকে এত দ্রুত অফিসের দিকে হেঁটে যেতে দেখা এক আশ্চর্যের বিষয়। মনে হচ্ছিল যেন অনেক কিছু করণীয় আছে।

একদিন সকালে এক ভ্রাঃ গুরুদেবকে বলল যে, তাকে একটা জরুরী মিটিংএ যেতে হবে। তিনি তাকে তাড়াতাড়ি যেতে আজ্ঞা দিয়ে বললেন, 'দেরী করে যাবার চেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে চাওয়া শুভবুদ্ধির লক্ষণ'।

এক দর্শন প্রার্থী দম্পতি গুরুদেবকে জানায় যে তারা একটি শিশুকে দত্তক নিয়েছে। তিনি এটা শুনে খুব খুশী হন এবং বলেন, 'আমি তাদের ভালোবাসি যারা শিশু দত্তক নেয়। এই পৃথিবীতে প্রচুর গৃহহীন ছেলেমেয়ে আছে এবং আমি সবসময় এটার পক্ষে। কিন্তু তোমরা কোনো অবস্থাতেই বাচ্চাকে বলা উচিৎ নয় যে সে দত্তক নেওয়া। এমনকি এই কম বয়সেও তোমাদের বলা উচিৎ নয় , কারণ এটা কোনোভাবে বাচ্চার মধ্যে প্রথিত হবে। শিশুকে এমনভাবে লালন–পালন কর যেন তোমার নিজের'। তিনি নিশ্চিত করেন যে শিশুটিকে

যেন কেউ দেখাশোনা করে যাতে ঐ দম্পতি সিটিংএ বসতে পারে।

গুরুপূর্ণিমা, শুক্রবার ১০ জুলাই ২০১১

গুরুদেব খুব সকালেই প্রস্তুত ছিলেন এবং সদ্য সমাপ্ত নতুন অডিটোরিয়াম সহ লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন। তারপর তিনি ধ্যানকক্ষের দিকে অগ্রসর হন এবং সকাল ৭ টায় ধ্যানকক্ষে পৌঁছান সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করার জন্য। ধ্যানকক্ষ পূর্ণ ছিল এবং পার্শ্ববর্তী ডর্মিটরির খোলা ছাদে উপচে পড়া ভীড় ছিল।

সন্ধ্যায় ধ্যানকক্ষে ভ্রাঃ গণেশ ও ভ্রাঃ কমলেশ বেহালায় সুর তোলে। গুরুদেব প্রথমে CCTVতে অনুষ্ঠান দেখেন কিন্তু অনুষ্ঠান ক্রমশ চিত্তাকর্ষক ও মনোরঞ্জনপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং গুরুদেব ধ্যানকক্ষে আসেন ও এটা বাদ্যকার ও অভ্যাসীদের কাছে খুবই আনন্দময় হয়। এ ছিল মনে রাখার মত এক রাত, পূর্ণিমার রাতে অভ্যাসীদের সঙ্গে গুরুদেব অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন। এটা ছিল বাস্তবিক পক্ষে এই শুভদিনের শুভ সমাপ্তি।

তিরুপ্পুর, ২৬ থেকে ২৯ জুলাই ২০১১

২৫ জুলাই জন্মদিনের উৎসবের সমাপ্তি হয় এবং গুরুদেব ২৯ জুলাই পর্যন্ত তিরুপ্পুরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। অভ্যাসীরা চলে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। তিনি যতদূর সম্ভব বেশী সংখ্যক অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি খুব ক্লান্ত ছিলেন এবং এই রকম বিশাল উৎসবের পর তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। গুরুদেব বলেন, 'প্রত্যেকের জন্য আমি দেখা করছি কিন্তু প্রত্যেকের সাথে আমার দেখা হয়নি। আমি ইতিমধ্যে সব দিয়েছি যা আমি দিতে পারি'।

একদল অভ্যাসীকে গুরুদেবকে বলেন,' যখন তোমরা এই রকম ভাণ্ডারাতে আসবে তখন আরও কিছুদিন থাকবে, তাড়াতাড়ি ফিরে যেও না। ধীরে, আরাম করে, এটাকে সহজভাবে নাও এবং এই পরিবেশে যতদিন সম্ভব থাকো'। বাতাবরণ সম্পর্কে এক অভ্যাসী বলে যে, এটা দেখতে খুব খারাপ লাগছে যে তাঁবু গুলো সব নামানো হয়েছে এবং জায়গাটা খালি খালি লাগছে। গুরুদেব বলেন, 'আমি ২৪ জুলাই সন্ধ্যা থেকেই এটা অনুভব করছি যখন প্রথম একদল অভ্যাসী চলে যেতে শুরু করে'।

উৎসবে কাজ করার সুযোগ দেবার জন্য একজন অভ্যাসী গুরুদেবকে সুযোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানালে গুরুদেব বলেন, 'যে কাজ করতে চায় কাজ নিজে তার কাছে পথ প্রশস্ত করে নেয়'।

২৯ জুলাই থেকে ১৫ আগষ্ট ২০১১

২৯ জুলাই গুরুদেব সোজা মানাপাক্কাম আশ্রমে চলে যান। সেখানে পৌঁছান মাত্র তাঁর নিজের রুটিন মাফিক কাজ শুরু হয়ে যায়।

সহজমার্গের ইতিহাস ব্যক্ত করার নতুন কাজে গুরুদেব ব্যস্ত ছিলেন। তিরুপ্পুরে তিনি বলেন, 'যখন একজন কেউ জীবিত থাকে তখন আমরা তার বিশদ ধরে রাখার চেষ্টা করি না, ফলে অনেক বিশদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে'। বিভিন্ন দেশে সহজমার্গের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য কিছু অভ্যাসীর তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইউরোপীয়রা ইউরোপে সহজমার্গের ইতিহাস জানার জন্য সাক্ষাৎকার নেন। এরপর ২ আগষ্ট থেকে ৫ আগষ্ট পর্যন্ত তিনি গায়েত্রীতে থাকেন এবং ৬ আগষ্ট আবার মানাপাক্কামে ফিরে আসেন।

২ আগষ্ট তিনি ১৫০ জন বিদেশী অভ্যাসীকে গায়ত্রীতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান। গুরুদেবের পরিবারের আতিথেয়তায় প্রত্যেক আমন্ত্রিত অভ্যাসী নৈশভোজ সম্পন্ন করেন। গুরুদেবের বয়সের ভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ওঠা বসার কষ্ট সকলের চোখে পড়ে। একবার গুরুদেব চেয়ার থেকে ওঠার কষ্টসাধ্য চেষ্টা করলে কয়েক জন অভ্যাসী তাঁকে উঠতে সাহায্য করে। তিনি বলেন, আমার সাহায্য লাগবে না, এরপর নিজেই উঠতে সমর্থ হন।

৬ আগষ্ট গুরুদেব মানাপাক্কামে ফিরে এলে মুম্বাইয়ের একদল অভ্যাসী মুম্বাইতে আশু জমির প্রগতির বিষয়ে অবগত করলে তিনি খুব মন দিয়ে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখান। একজন অভ্যাসী বলে, কাজ কিছুটা এগিয়েছে তবে পুরোপুরি হয়নি। উত্তরে গুরুদেব বলেন, যখন হাতির শুঁড় দেখা যায় তার অর্থ হাতির লেজটাও সামনে এসে যাবে।

একদিন নৈশভোজের পর একজন ভগিনী গুরুদেবের কাছে কতক সময় চাইলে গুরুদেব বলেন, তুমি দেখছো আমি কি পরিমাণে ক্লান্ত তাই অনুরোধ করার আগে দেখো আমার অবস্থাটা কিরকম। এটা সকলের জন্য এক বিরাট শিক্ষা।

আগ্রহ দেখানোর ব্যাপারে গুরুদেব আলোচনা করছিলেন যে কোনো ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল আগ্রহ দেখানো। বাবুজীও তাই বলতেন, বিশেষ করে সহজমার্গের ক্ষেত্রে। তিনি বলছেন যে, আগ্রহভরে পুরো বিষয়টাকে আমাদের নিজের করে নেওয়া অর্থাৎ গুরু, মিশন ও পদ্ধতিকে নিজের করে নেওয়া।

১৩ থেকে ১৫ আগষ্ট ZiC/CIC সমাবেশে গুরুদেব সকলকে আশীর্বাদ ধন্য করেন এবং প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি ভাষণ পেশ করেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মানাপাক্কাম আশ্রমে ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই ধ্যানকক্ষের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সেখানে প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী ও শিশু উপস্থিত ছিল।

১৬ আগষ্ট গুরুদেব মিশনের জমি নিবন্ধিকৃত করার জন্য দিল্লী যান ও সেখান থেকে ১৮ আগষ্ট হায়দ্রাবাদ রওনা হন নতুন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সংগৃহিত জমির নিবন্ধিকরণ করার জন্য।

দক্ষিণ অঞ্চলের ZIC/CIC কর্মশালা

চেন্নাই ১৩–১৫ আগষ্ট ২০১১

১৩ থেকে ১৫ আগষ্ট অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল ও তামিলনাড়ুর ZIC/CIC দের নিয়ে মানাপাক্কাম আশ্রমে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্র গুরুদেবের সিটিং ও ভাষণ দিয়ে শুরু হয়। ভাষণে গুরুদেব জোর দিয়ে বলেন যে, প্রশিক্ষকরা হল মিশনের ধমনী এবং তারা গুরুদেবের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, বাবুজী দক্ষিণ ভারতে এসে প্রাণাহুতি দিতেন আর আজ কুড়ি বছর পর তার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, প্রশিক্ষকদের উচিত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালন করা আর তাঁরা যদি নিষ্ঠা সহকারে কাজ করেন তাহলে তাদেরও প্রগতি গুরুদেবের মতো হতে পারে।

এরপর ভ্রাঃ কৃষ্ণা GST (বিশ্ব সেবা দল) এর সম্যক পরিচয় পেশ করেন। তিনি বলেন প্রশিক্ষকদের উচিত হল আধ্যাত্মিক কাজে অধিক নিয়োজিত হয়ে বাকী প্রশাসনিক কাজ স্বেচ্ছাসেবীদের হাতে তুলে দেওয়া। GST র অন্যান্য সদস্যরা তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের বিশদ উপস্থাপনা করে এবং তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। বিভিন্ন বিভাগ যেমন কার্যক্রম উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি বিল্ডিং, মেম্বার সার্ভিস, স্থায়ী সম্পত্তি বিষয়ক ও নিরন্তর সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত। এসব বিষয়কে কিভাবে নিজেদের কেন্দ্রে চালু করা যায় সে বিষয়ে ZIC| CIC রা অনেক সময় ধরে খসড়া প্রস্তুত করে।

শেষে ভ্রাঃ রাজাগোপালন প্রশিক্ষকদের কিভাবে কাজ করা উচিত সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। সব অঞ্চল ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে তাদের আগাম এক বছরের কাজের পরিকল্পনা পেশ করতে বলা হয়। সমাপ্তি ভাষণে গুরুদেব বলেন আমাদের সবার আগে নিজেদের এক যোগ্য মানবরুপে রুপান্তরিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন তোমরা সকলে যখন GST তখন আমি ISI অর্থাৎ আত্মোন্নয়নে নিবেদিত ।(Individual Service Individual) মানুষ হও, তোমার বিপরীতে যে আছে তাকে প্রেমাপ্লুত করে গ্রহণ করে সেবা করো ও তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসো। যখন তুমি নিজে পরিষ্কার হবে একমাত্র তখনই তুমি অপরকে ভালোবাসতে পারবে। তুমি অভ্যাসীকে যত্ন করতে পারবে আর সেও তোমাকে তার প্রতিদান দেবে।

আফ্রিকার অভ্যাসীদের জন্য আলোচনাচক্র

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রায় ৬০ জন অভ্যাসীদের সেমিনার ১৬ থেকে ২২ জুলাই প্রথমে মানাপাক্কামে ও পরে তিরুপ্পুরে অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল একটা সপ্তাহ যেখানে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতা, ব্যক্তিগত সিটিং, সৎসঙ্গ, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে আফ্রিকার ভাই ও বোনেদের প্রয়োজন চরিতার্থ করা হয়। বেশীরভাগ অতিথি প্রায় একমাস ভারতে থাকবে এবং প্রথম বার গুরুদেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী। ১৬ জুলাই গুরুদেব বক্তৃতা দেন ও সৎসঙ্গ করান। সকলে তাঁর ভাষণে উদবুদ্ধ হয় , যদিও এটা আফ্রিকার অভ্যাসীদের জন্য ছিল কিন্তু এর প্রভাব সকল মানুষের উপর প্রভাবিত হয়।

তিনি বলেন যে, একটা দেশ কখনো কালো হতে পারে না। মানুষের হৃদয় ; উপজাতি প্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদি সম্পূর্ণরুপে দূর করতে হবে। উপস্থিত সবাইকে তিনি বলেন চ্যালেঞ্জ নিয়ে নির্ভয়ে কাজ করতে এবং মানুষের হৃদয়ে আলো প্রজ্জ্বলিত করতে। পরিবর্তন করার একটাই উপায় মানুষের মধ্যে রুপান্তর ঘটানো যাতে এক পৃথিবী ও এক মানবজাতি গড়ে তোলা যায়।

ভ্রাঃ কৃষ্ণার বক্তব্য ছিল 'বিভেদের মাঝে মিলন', ভ্রাঃ রাজাগোপালন সহজমার্গের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করেন ও ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই এর বক্তব্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যা সকলকে উদবুদ্ধ ও উৎসাহিত করে।

বেশীরভাগ অংশগ্রহণকারী সড়কপথে বাসে করে মানাপাক্কাম থেকে তিরুপ্পুর যায়। গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী তারা নেট্রামপল্লী আশ্রমে মধ্যাহ্নভোজন ও কৃষ্ণগিরি আশ্রমে চা পানের জন্য কিছু সময় অতিবাহিত করে। ভাই ও বোনেরা ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে যায় ও এই আশ্রম পরিদর্শন তাদের কাছে এক বিরাট শিক্ষা।

তিরুপ্পুরে ভ্রাঃ জেমস্ ও ভ্রাঃ মিচেল বক্তৃতা দেয়। গুরুদেব তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন, আমাদের নানা ভাষা। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে ভালোবাসা থাকে তখন ভাষা কোনো সমস্যা নয়। তখন চোখ কথা বলে, তাই নয় কি? সুতরাং আমাদের দৃঢ়বদ্ধ হতে হবে মানুষ হতে এবং ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তা উপভোগ করতে হবে। মানবিকতার অর্থ প্রেম করা, সেবা, একে অপরের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া, পরস্পরের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং সর্বোপরি কেক্ কাটা নয়। অর্থাৎ মানবজাতিকে টুকরো করা নয়। এটা অবশ্যই হবে অভ্যাসের দ্বারা, কেবলমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, মনে রাখবে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে তাঁর ভাষায় কথা বলেন। তাঁর ভাষা কি? নীরবতা। হৃদয় থেকে হৃদয়ে, মন থেকে মনে নয়।

উপস্থিত সব অভ্যাসীরা এক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সমাবেশ থেকে বিদায় নেয়। গুরুদেবের বার্তা তাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়ে সমগ্র মানবজাতিকে স্পর্শ করবে সেই দৃঢ় সংকল্প তারা গ্রহণ করে।

ভারতের নানা কেন্দ্রে গুরুদেবের জন্মদিন পালন

কলকাতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২৭৫ জন অভ্যাসী ও শিশু যোগ দেয়। ভক্তিমূলক গান পরিবেশিত হয় ও প্রাতঃরাশের পর হিন্দীতে গুরুদেবের বক্তৃতা নিয়মানুবর্তীতা চালিয়ে শোনানো হয়। এরপর গুরুদেবের বিদেশ সফরের নানা ছবির DVD দেখানো হয়। সাধনা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করা হয় এবং সেখানে সবাই এমনকি নতুন অভ্যাসীরাও খুব উৎসাহভরে প্রশ্নের উত্তর দেয়। 'ডাউন মেমারী লেন' থেকে গুরুদেবের উপর এক কুইজ্ পরিচালনা করা হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর অভ্যাসীরা নীরবতার মাধ্যমে প্রশান্তির অবগাহনে ডুবে যায় বিকালের সৎসঙ্গের প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত।

যোধপুরে আয়োজিত তিন দিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ১৯০ অভ্যাসী ও শিশু উপস্থিত ছিল। ধ্যানকক্ষ খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। প্রেম ও ভক্তি সহকারে ভজন পরিবেশিত হয়। শিশুরা ছোট নাটিকা পরিবেশন করে যাতে খুব সুন্দরভাবে সাধনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। গুরুদেবের ভাষণের DVD চালানো হয়। বাস্তব জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য সকলে গুরুদেবকে কৃতজ্ঞতা জানায়। ভক্তি , বিশ্বাস ও গুরুদেবের প্রতি সমর্পন তাদের জীবনের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে সহায় হবে – এই বিশ্বাস নিয়ে তারা ফিরে যায়।

ভিলওয়ারাতে অনুষ্ঠানের মন্ত্র ছিল 'প্রেমে নিয়মানুবর্তীতা'। গুরুদেবের এই বাণী দেওয়ালে লাগানো পোস্টারে উদ্ধৃত ছিল। সকালে সৎসঙ্গের পর ভজন পরিবেশিত হয় ও DVD চালানো হয়।

জয়পুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নানা বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে সাধনার নানা দিকের উপর আলোকপাত করা হয়। এরপর শিশুদের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ অভ্যাসী ও শিশু উপস্থিত ছিল।

যোধপুরে

জয়পুরে

সেবার মাহাত্ম্য

"গুরুদেবকে ভালোবাসা কষ্টকর, যদিও তা অসম্ভব নয়।" ২০১০ সালে ১০ জানুয়ারী মিশনের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে শ্রদ্ধেয় গুরুদেব একথা বলেন। তাঁর গুরুদেব বাবুজী মহারাজের দেওয়া বহু বছর আগের শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে, প্রেম এমন এক বিষয় যে, আমরা কিছুই জানিনা। একমাত্র সেবার মাধ্যমেই একজনের পক্ষে প্রেম উৎপন্ন করা সম্ভব।

স্বেচ্ছাসেবী নিবন্ধিকরণ

স্বেচ্ছাসেবী কাজের জন্য এবারে প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। ফলে রান্নাঘর, খাবারজায়গা, ক্যান্টিন, ধ্যানকক্ষ, পরিবহন ব্যবস্থা কোথাও কোনো ঘাটতি ছিল না। তিরুপ্পুর ও আশেপাশের কেন্দ্রের অভ্যাসীরা বহিরাগত অভ্যাসীদের যথেষ্ট যত্ন নেয় যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়।

উৎসবের আয়োজন

উৎসবের দু মাস অগে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনেক অভ্যাসী স্বেচ্ছাসেবী কাজে যোগ দিতে আসে।

★জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কেরলের অভ্যাসীরা এসে জঙ্গল পরিষ্কার করা, গুরুদেবের কুটিরের কাছ থেকে বৃষ্টির জমা জলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা করার কাজ সম্পন্ন করে। এছাড়া রান্নার জায়গা ও শৌচাগার পরিষ্কার করে।

★গুজরাটের স্বেচ্ছাসেবীরা এই কাজ আরও ত্বরান্বিত করে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে। বাতাবরণের পরিবর্তন

স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে আত্মিক পরিবর্তন এনে দেয়।

★গুরুপূর্ণিমার আগে অন্ধ্রপ্রদেশের অভ্যাসীরা তিরুপ্পুরে পৌঁছে যায়। প্রত্যেকে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকায় অনেকেই উৎসবের সময় ধ্যানকক্ষে এসে গুরুদেবকে দেখতেও পায় নি।

★তামিলনাড়ুর স্বেচ্ছাসেবীরা ধ্যানকক্ষের যাবতীয় সাফাই করে কার্পেট পাতা ও মঞ্চের আশেপাশে পরিষ্কার করার কাজ করে। অখন্ড নীরবতা ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তা ভোলার নয়।

★কর্ণাটকের অভ্যাসীরা পরিবহন ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিল এবং একমাস আগে থেকে সপ্তাহান্তে তিরুপ্পুরে আসে এ বিষয়ে আয়োজন করার জন্য। উৎসবের সময় তাদের অন্যত্রও কাজ করতে দেখা যায়।

কাজের বাতাবরণ

সব কিছু যেন আপনা আপনি হয়ে গেল। স্বেচ্ছাসেবীরা যেন গুরুদেবের হাতের যন্ত্রী। সহজ ও সরল জীবন অতিবাহিত করার শিক্ষা তাদের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধ হল। যদিও স্বেচ্ছাসেবীরা দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছিল তবুও তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রেমের মেলবন্ধন গড়ে উঠেছিল। দিনরাত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও উৎসাহ– উদ্দীপনার কোনো ঘাটতি ছিল না।

সহজ বনভোজন, আজমীর, রাজস্থান

১০ জুলাই ২০১১ সকালের সৎসঙ্গের পর আজমীর ও কিষাণগড়ের অভ্যাসীরা পুষ্করে এক চড়ুইভাতির আয়োজন করে। প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী এই দিনটা পুষ্করে এক অভ্যাসীর বাগানবাড়িতে কাটান। সহজমার্গের মূল সাধনার উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। ভাই ও বোনেরা সহজমার্গ সাধনার উপর তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। আলোচনা অন্তে অংশগ্রহণকারীরা অনুভব করেন তাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর তারা পেয়ে গেছেন ও তারা আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতার ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। শিশুরা সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে এবং সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

যুব কার্যক্রম, কোলকাতা

১৪ ও ১৫ আগষ্ট দু দিনের কার্যক্রমে ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়সের প্রায় ২৬ জন যুব অভ্যাসী যোগ দেয় । অংশগ্রহণকারীরা একে একে তাদের ভাণ্ডারার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। ভাণ্ডারা থেকে আসার পর নিজেকে পরিবর্তনের এক তীব্র মানসিকতা তৈরী হয় । এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হয় । এই অবস্থা থেকে এসে আমরা আমাদের নিয়মিত জীবনযাত্রায় ফিরে আসি । তখন এই পরিবর্তনের প্রয়াস ধরে রাখা নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর।

সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর সকলে বাস্কেটবল খেলে এবং নৈশভোজের পর সিনেমা দেখানো হয়।

পরদিন কাহিনী কথনের মাধ্যমে সকলকে চিন্তা করতে বলা হয় । ভালো ও তৃপ্তিদায়ক বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করতে এবং তৃপ্তিদায়ক যেকোনো বিষয় পরে বেদনাময় অধ্যায়ে পর্যবসিত হয় কেন।

'লাইফ স্পেশেস্' বিষয়ক অধিবেশনে তুলে ধরা হয় আমরা আমাদের দৈন্যন্দিন জীবনে নানারকম 'স্পেস্' এর সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করি। একটা ছোট নাটিকার মাধ্যমে দলটি এ বিষয়ে আলোকপাত করে। হাসি কৌতূকের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া ও সেইসঙ্গে অস্তিত্বের প্রতি ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগরুক রাখার গুরুত্ব স্পষ্ট করে দেওয়া হয়।

শেষ দিনে অংশগ্রহণকারীরা মনন করে নিজেদের সাধনার বিষয়ে অনিয়মিতর কারণ খুঁজতে সচেষ্ট হয় এবং তা কিভাবে সংশোধন করা যায় সেই উপায় নিরুপণ করতে সচেষ্ট হয়।

পুরো সমাবেশে সকলে অতি উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের সাধনার বিষয়ে ও ব্যক্তিগত নিয়মানুবর্তীতার উপর এমনভাবে মনোযোগ দেয় যাতে পরবর্তীতে তা দৈন্যন্দিন জীবনে আরোপ করা যায়।

যুব আলোচনা চক্র, গাজীয়াবাদ

১০ জুন ২০১১ তে গাজীয়াবাদে এক যুব আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী সশরীরি গুরুর প্রয়োজন ও ভূমিকার উপর আলোচনায় সামিল হন । মিশনের ইতিহাস ও গুরুর বিষয়ে নানা দিক এখানে আলোচিত হয় । অন্যান্য কেন্দ্রের যুব কার্যক্রম বিষয়েও এখানে আলোচনা হয়। সঠিক সহজমার্গ সাধনা ও বিশেষ করে সাফাইয়ের গভীরতার উপর জোর দেওয়া হয় । স্বেচ্ছাসেবী কাজের উপর এক মনোগ্রাহী উপস্থাপনা পেশ করা হয়। আশ্রমে এই পরিসেবার নিয়মিত প্রয়োজনের চর্চা করা হয়। যুবগোষ্ঠী তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিয়মিত আশ্রমের কাজে অংশ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

ইকোজ্ সংবাদপত্রের উপর কুইজ

গত ১৫ আগষ্ট জামনগরে ইকোজ্ সংবাদপত্রের উপর এক কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের ইকোজ্ পড়ার জন্য কুড়ি মিনিট সময় দেওয়া হয় এবং এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়। প্রত্যেক সঠিক উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর আর ভুল উত্তরের জন্য পাঁচ নম্বর কাটা হয় । ভ্রাঃ অনুজ ও ভ্রাঃ ছত্রিওয়ালা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ইকোজ্ নিয়মিত পড়ার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হয়। তিরুপ্পুরে সদ্য অনুষ্ঠিত ভান্ডারার বিশেষ সংখ্যা যারপরনাই সমাদৃত হয়।

জ্যোতির্কেন্দ্র

তিনসুকিয়া আশ্রম, আসাম

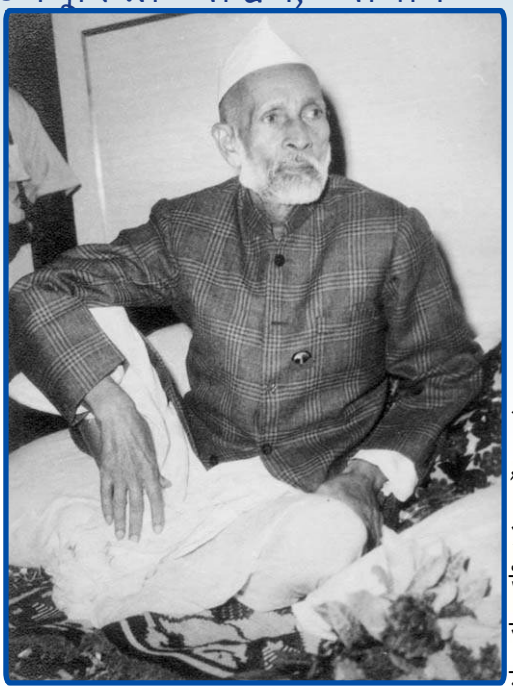

ভূমিকা

আকারে ছোট হলেও, দেশের তৃতীয় পুরানো আশ্রম তিনসুকিয়া । গৌহাটি থেকে ৪৮০ কিমি দূরে এবং ডিব্রুগড় থেকে একঘন্টার সড়ক পথে নিকটবর্তী বিমানবন্দর থেকে পৌঁছান যায়। অসমীয়া, বাঙালী ও হিন্দীভাষীদের মিশ্র সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা এই শহর এক অন্যতম বণিজ্য কেন্দ্র।

মিশনের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক প্রয়াত কাশীরাম আগরওয়াল এই কেন্দ্রের প্রথম অভ্যাসী। অভ্যাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকলে ৩৫০০ বর্গফুটের একটা পুরানো গুদাম ঘর ও সংলগ্ন ৪০০০ বর্গফুটের উন্মুক্ত জায়গায় কেন্দ্রের কাজ শুরু হয় যা কিনা একেবারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। স্থানীয় রেলস্টেশন থেকে তিন কিমি ও বাস স্ট্যান্ড থেকে একেবারে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত।

বাবুজী মহারাজের অগ্রণী ভূমিকা

১৯৬১ সালে বাবুজী মহারাজ তিনসুকিয়া পরিদর্শনে আসেন। তিনি ট্রেনে এসে নৌকাতে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে উত্তর–পূর্বের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছাতেন। এরপর ১৯৬৫, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৩, ১৯৭৫, ১৯৭৭ সালে তিনি তিনসুকিয়া আসেন।

১৯৭৭ সালের ২৫ নভেম্বর বাবুজী মহারাজ এই আশ্রমের উদ্ঘাটন করেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে অভ্যাসীরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, "এটা ঠিক যে সহজমার্গের মূল সুবাস হল প্রাণাহুতি, কিন্তু তার উপরেও রয়েছে 'প্রেম ও ভক্তি'। ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটিরও প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এ বিষয়ে জোর দেওয়ার একটাই কারণ হল, এর ফলে সাধক দ্রুত তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হবে।"

চারিজী মহারাজ ১৯৮৫, ১৯৮৬ এবং ২০০২ সালে এখানে আসেন। ২০০২ সালে তাঁর ডিগ্বয় ও তিনসুকিয়া সফরকালে দেশ–বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় ৭০০ অভ্যাসী সমবেত হয়েছিল। ঐ বছরই ২৫ নভেম্বর তিনসুকিয়ায় রৌপ্য–জয়ন্তী বর্ষ উদ্যাপিত হয় এবং এই উপলক্ষ্যে প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী সমাগম ঘটে।

নবরূপায়ণ

আগে আশ্রম বলতে ছিল ধ্যান কক্ষ, গুরুদেবের ঘর, রান্নাঘর, খাওয়ার জায়গা এবং সুন্দর নিটোল বাগান। সম্প্রতি গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে দোতলায় আরও একটি হলঘর তৈরী করা হয়েছে।

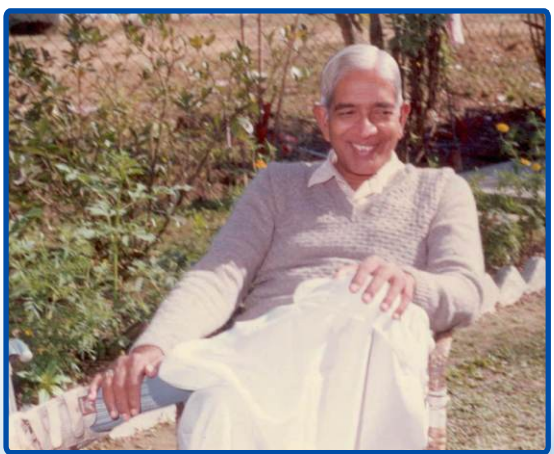

অভ্যাসীদের অকুন্ঠ সহযোগিতা এই বিপুল কাজ মাত্র ১৮ মাসে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে । ৩৬০০ বর্গফুটের পিলার বিহীন ধ্যান কক্ষ গত ২রা ফেব্রুয়ারী গুরুদেবের অনুমতিক্রমে ধ্যানের জন্য ব্যবহার করা শুরু হয়।

কার্যকলাপ

বর্তমানে ১২৫ জন অভ্যাসী রবিবার সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকে। যুব কার্যক্রম এখানে ক্রমবর্ধমান। এখানে অভ্যাসী প্রশিক্ষণ, মুক্ত আলোচনা চক্র ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং তাতে নিকটবর্তী সব কেন্দ্রের অভ্যাসীরা একত্রিত হয়।

এছাড়া উত্তর–পূর্বাঞ্চলের অভ্যাসী **ID** সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম ও প্রকাশনার বিতরণ বিষয়ক কাজ পরিচালিত হয়।

আয়তনে ছোট হলেও তিনসুকিয়া আশ্রম নিকটবর্তী ডিগ্বয়, ডুমডুমা, নাহারকাটিয়া, ডিব্রুগড়, জোরহাট, শিবসাগর, নাজিরা, দুলিয়াজান, জাগুন ও উত্তর লখিমপুর কেন্দ্রগুলির উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

দক্ষিণ কর্নাটকের প্রশিক্ষকদের ভ্রমণ কার্যক্রম

২৫ ও ২৬ জুন দঃ কর্নাটকের সবকেন্দ্রে দুদিনের এক প্রশিক্ষক ভ্রমণসূচী তৈরী করা হয়। কার্যসূচীতে ব্যক্তিগত সিটিং, গৃহসমাবেশ, রবিবারের সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন ছিল।

৩২টি কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী ও ৫৮ জন প্রশিক্ষককের সহায়তায় এই কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । ২৫ জুন ৩০টি গৃহসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাধনা বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ চর্চা হয় ও বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়। অনেকে অভ্যাস শুরু করতে আগ্রহী হন।

২৬ জুন সারাদিনের অনুষ্ঠানে ভা ারার প্রস্তুতি বিষয়ক প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে । তাৎক্ষণিক ভাষণের আয়োজন সকলকে খুবই উৎসাহিত করে।

সমগ্র অনুষ্ঠান খুবই প্রশংসার দাবী রাখে এবং তাদের নানা দবন্দব নিরসন করতে সমর্থ হয় বলে জানান।

স্বেচ্ছাসেবীদের স্বতঃস্ফূর্ত সেবা ও নিষ্ঠাসহকারে অংশগ্রহণ সমগ্র আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.